## শব্দমঞ্জরী

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ ছক

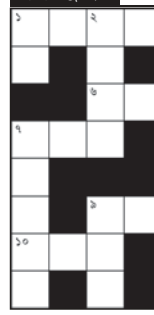

**সূত্র:**
**পাশাপাশি:**
১) দোল উপলক্ষ্যে আজ 'পরমানন্দ', ৫) 'রঙে রঙে —— আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস', ৬) 'স্থলে জলে —— এ লাগল যে দোল', ৭) 'আজ সবার রঙে রং মিশাতে হবে, ওগো —— প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়', ৮) লাল রঙের আভা, ৯) দোলের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, ১০) 'ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে —— ঝরনা, ১২) যে-উপলক্ষ্যে আজকের এই বিশেষ শব্দমঞ্জরী।
**উপর-নীচ:**
১) দোল এক বর্ণ —— উৎসব, ২) দোলের দেবতা নর্তকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, ৩) দোলের রং এমনই 'পাতলা', ৪) আজকের তিথি, ৭) দোলের দুই প্রধান উপকরণ, ৮) দোলের রং ও আবিরের দুই প্রধান রং, ৯) দোলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত অসুর, ১১) দোলের আনন্দের —— —— যেন ছাড়িয়ে না যায়।

—বিভাংশু দত্ত

**উত্তর:**
**ছক—৪**
**পাশাপাশি:**
২) সবাসাচিতা, ৫) নেয়াপাতি, ৬) নকিরদার, ৮) সহি, ১০) রমা, ১১) সেবা, ১৪) মাই, ১৬) ভাবগতিক, ১৭) রাজারাম, ১৮) বখরাদার।
**উপর-নীচ:**
১) রেনেসাঁস, ২) সতিন ঝি, ৩) সাধুবর, ৪) তাকর, ৭) দামামা, ৯) হিসেব, ১২) বাগধারা, ১৩) তককার, ১৫) ইন্দুমতী, ১৬) ভার্যব।

শব্দমঞ্জরী দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার ইমেলে পাঠানো যাবে
nisithsinha.roy@thestatesmangroup.com
যোগাযোগ-98045 15217

# শাহজাহানের গাড়ি বিক্রি করতে চেয়ে আদালতে ইডি

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** কোটি মূল্যের গাড়ি গুলি বিক্রি করতে চেয়ে ব্যাঙ্কশাল আদালতের দারস্থ হলো ইডি। রোদে-জলে নষ্ট হচ্ছে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের তিন তিনটে বিলাসবহুল গাড়ি! একটি হুডখোলা জিপ, অন্য দুটি এসইউভি! রেশন দুর্নীতি মামলা এবং সন্দেশখালি কাণ্ডে এক বছরের বেশি জেল হেফাজতে রয়েছেন সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান। তখন থেকেই সিজিও কমপ্লেক্সের চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে শাহজাহানের বিলাসবহুল ওই তিনটি গাড়ি। জানা গেছে, শাহজাহানের ওই তিনটি গাড়ি বিক্রি করে সেই টাকার সদ্ব্যবহারের জন্য চলতি সপ্তাহে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিশেষ এজলাসে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিআদালতে ইডির দাবি, 'রেশন দুর্নীতির টাকাতেই ওই গাড়িগুলি কেনা হয়েছিল। অনাদরে সেগুলি নষ্ট হচ্ছে'। তাই ওই গাড়ি বিক্রি করে ওই টাকা ভাল কাজে ব্যবহার করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।আদালত আবেদন গ্রহনও করেছে। আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। গত বছরের শুরুতে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালিতে শাহজাহানের খোঁজে গিয়ে মার খেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বেশ কয়েকজন আধিকারিক। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্তে নেমে সিবিআই ও ইডি। টানা ৫৫ দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।তদন্তে নেমে সে সময় শাহজাহানের তিনটি গাড়ি-সহ বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। এবার সেই গাড়িগুলি বিক্রির জন্য আদালতে আবেদন জানাল ইডি। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

# ইনসিওরেন্স নেই, তাই কলকাতা যেতে পারছে না পুরসভার অ্যাম্বুলেন্স

**নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১৩ মার্চ—** খড়গপুর পুরসভার হাতে এই মুহূর্তে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। এর মধ্যে কোন অ্যাম্বুলেন্সের ইনসিওরেন্স নেই। তার ফলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বড় ধরনের জরিমানা হওয়ার আশঙ্কায় শহরের সাধারণ রোগীদের প্রয়োজনে কলকাতা শহরে যেতে পারছে না অ্যাম্বুলেন্সগুলি। বুধবার খড়গপুর পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলর্সের বৈঠক চলাকালীন এই তথ্য আউমকা সামনে আসায় সব দলের কাউন্সিলররাই রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে শাসকদলের গরিষ্ঠ সংখ্যক কাউন্সিলরের বিরোধিতার মুখে পড়ে পূরপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রদীপ সরকার। প্রদীপবাবু বলেন, আমি যখন পুরপ্রধান পথ থেকে ইস্তফা দিই সেই সময় পুরসভার হাতে চারটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল। পরবর্তী সময়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স বাগনানের কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। সেই গাড়িটিকে নিয়ে এসে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের পাশে পুরসভার জায়গায় রাখা হয়েছে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সটি সারাই করার কোন উদ্যোগ পুরকর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেননি। প্রদীপবাবু বলেন, বুধবার বোর্ড মিটিং চলার সময় এক কাউন্সিলর অ্যাম্বুলেন্সগুলির ইনসিওরেন্স ফেল থাকার কারণে কলকাতা না যাওয়ার কথা জানান। এই খবর জেনে আমরা চমকে গিয়েছি। পুরপ্রধান ভালো প্রস্তাব বলে সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

ইনসিওরেন্স ফেল থাকার পরেও খড়গপুর পুরসভার অ্যাম্বুলেন্সগুলি কি করে খড়গপুর বা সংলগ্ন মেদিনীপুর শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেই প্রশ্নের জবাব এআরটিও বা খড়গপুর ট্রাফিক পুলিশ দিতে পারবে। অ্যাম্বুলেন্সগুলি প্রায়শই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলাচল করে। সেই ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। দুর্ঘটনাগ্রস্তরা খড়গপুর পুরসভার কাছে ক্লেম করলে পুরসভাকে বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে জানান কাউন্সিলররা।

কংগ্রেস কাউন্সিলর মধু কামী বলেন, খড়গপুর পুরসভার কাছে এটা খুবই লজ্জাজনক। ড্রাইভার, রোগী, রোগীর আত্মীয়-স্বজন বা রাস্তায় চলাচলকারী মানুষজনকে জেনে বুঝে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সিপিএম কাউন্সিলর জয়দীপ বসু বলেন, পুরসভাকে অ্যাম্বুলেন্সের ইনসিওরেন্স না থাকার কারণে বড় খেসারত দিতে হতে পারে। অন্যদিকে তৃণমূল কাউন্সিলর বি হরিশকুমার বলেন, এম্বুলেন্সের ইনসিওরেন্স না থাকার কারণে সেগুলির চলাচল কম হওয়ায় এককিকে পুরসভার রাজস্ব আদায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে সাধারণ মানুষও পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকছেন।

উপ পূরপ্রধান তৈমুর আলী খান বলেন, আগে এইসব বিষয়গুলি আমরা দেখতাম। কিন্তু এখন পিনাকী চক্রবর্তী নামে এক কর্মী দেখাশোনা করেন। কিভাবে অ্যাম্বুলেন্সের ইন্সুরেন্স ফেল হল সেই বিষয়ে তিনি ভালো বলতে পারবেন। আমরা এই বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে।

# আগুনে ভস্মীভূত একাধিক বাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস পার্ক এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একাধিক ঘর। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাড়ির ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকায় তাঁরা দমকলকে খবর দেন। পরিত্যক্ত বাড়ি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কেউ ছিলেন না। এমন অবস্থায় কীভাবে ফাঁকা বাড়িতে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে ভবানীপুর থানার পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ আগুন লাগে ওই বাড়িটিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল। এলাকায় যায় ভবানীপুর থানার পুলিশও। পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতরে ঢুকতে বেশ সমস্যা হয় দমকল কর্মীদের। কারণ বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত ওই বাড়ির জানলা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন দমকলকর্মীরা। দমকলের এক আধিকারিক বলেন, সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ আমাদের কাছে আগুন লাগার খবর আসে। দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। আমাদের পুরো দল খুব ভালো কাজ করেছে। আগুন নেভানো গিয়েছে। কেউ আহত হননি। কী থেকে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ১৩ মার্চ—** ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ১৪ লক্ষ টাকার ১১৬ গ্রাম অবৈধ সোনা উদ্ধার করল বিএসএফের। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধভাবে পাচারের চেষ্টা করার সময় দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে সেনা। ১১৬ গ্রাম সোনার বার উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হওয়া জিনিসে বাজার মূল্য আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকা।

বিএসএফ সূত্রে খবর, ১৯৪ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের জওয়ানরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচারের তথ্য পান। এই তথ্যের ভিত্তিতে, জওয়ানরা মাজদিয়া এবং নালুপুর গ্রামে দুটি নাকা চেকপোস্ট তৈরি করে। তল্লাশির সময়, জওয়ানরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি করে এবং তার মানিব্যাগ থেকে ১টি সোনার বার উদ্ধার করে। জওয়ানরা তাকে ধরে পুষ্টিখালী সীমান্ত ফাঁড়িতে নিয়ে যান।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় চোরাকারবারী জানায় যে, সে পুষ্টিখালী গ্রামের বাসিন্দা এবং চোরাকারবারীদের হয়ে কাজ করে। সে কৃষ্ণগঞ্জ ব্রিজের কাছে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছে এই সোনার বারটি হস্তান্তর করতে যাচ্ছিল। যার বিনিময়ে তাকে ৫০০ টাকা পেতেন। তবে, বিএসএফ জওয়ানদের তৎপরতায় চোরাচালানকারীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং ঘটনাস্থলেই হাতেনাতে ধরা পড়ে। ঘটনায় দুজন পাচারকারীকে আটক করে। ১১৬ গ্রাম সোনার বার উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

# যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার এক বিদেশি নাবালিকা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ১৩ মার্চ—** শান্তিপুরের যৌনপল্লি থেকে এক বিদেশি নাবালিকাকে উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় গ্রেফতার দু'জন। যে বাড়িতে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে চাইল্ড লাইনের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ নদিয়া চাইল্ড লাইন থেকে শান্তিপুর থানার কাছে অভিযোগ জানানো হয়, এক বিদেশি নাবালিকাকে আটকে রাখা হয়েছে যৌনপল্লিতে। ঘটনার খবর পেয়ে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালায়।

এরপর ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় ওই বিদেশি নাবালিকাকে। রাতেই তাকে কৃষ্ণনগর হোমে পাঠানো হয়েছে। ধৃত দু'জনকে বৃহস্পতিবার রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত পুলিশ কিছু বলতে নারাজ। কোথা থেকে কীভাবে আনা হয়েছিল, তা ঘিরে তদন্ত চলছে।

# একই আধার নম্বর দিয়ে একাধিক পাসপোর্ট, গ্রেপ্তার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ত্রিদীপ মণ্ডল। তাঁর বাড়ি বাগুইআটির জ্যাংড়া এলাকায়। অভিযোগ, একই আধার নম্বর ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন নামে পাসপোর্ট বানানোর চেষ্টা করেন তিনি। সোমবার শিয়ালদহ থেকে ত্রিদীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়।

জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জানুয়ারি মাসে চন্দননগর কমিশনারেট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ত্রিদীপ তাঁদেরই এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন বলে সূত্রের খবর। ওই তিনজনকে জেরা করেই ত্রিদীপের খোঁজ মেলে। এরপর ত্রিদীপের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে সোমবার ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ শিয়ালদহ থেকে ত্রিদীপকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযোগ, নিজের আধার নম্বর ব্যবহার করে একাধিক নামে পাসপোর্ট বানানোর চেষ্টা করেন তিনি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাল নথি নিয়ে পাসপোর্ট বানিয়ে দিতেন তিনি। জাল পাসপোর্ট চক্রের বেশ কয়েকজন চাইকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, বহু বাংলাদেশিকে এদেশে ঢুকতে সাহায্য করেছেন এই চক্রের পাণ্ডারা।

# দোলে কড়া নজরদারিতে তিলোত্তমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** দোলের দিন শহর জুড়ে কড়া নজরদারি পুলিশের। রাস্তা থেকে শুরু করে জলাশয় বাদ পড়ছে না কোনো জায়গাই। লোকাল ক্লাবগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি, থানা থেকে মাইকের সাহায্যেও প্রচার চালানো হয়েছে। শুক্র ও শনিবার শহর জুড়ে মোতায়েন থাকছে প্রায় ২১০০০ পুলিশ। গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে শহরের অন্যান্য জলাশয় মিলিয়ে প্রায় ৬৬টি ঘাটে পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকছে। কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সদস্যদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গত কয়েক বছরে দোলের দিন জলাশয় ডুবে মৃত্যুর বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল। এবার যাতে এরকম কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, মদ্যপ অবস্থায় কেউ জলে না নামে তাঁর জন্য কড়া পাহারা দেবে পুলিশ। শহরের বিভিন্ন অলি-গলিতেও টহল দেবে পুলিশ। বেশ কিছু বিষয় কলকাতা পুলিশের নজরে থাকবে যেমন পথচারীদের উত্যক্ত করা, পথদের অযথা রং ছুঁড়ে বিরক্ত করা, ছাদ থেকে লোকের গায়ে রং-জল ছুঁড়ে মারা অথবা রাস্তায় মহিলাদের নিরাপত্তা বজায় রাখা। বাইকে করে সর্বত্র নজর রাখতে চলেছে কর্তব্যরত পুলিশ। প্রায় ৫৮টি পিপিয়ার ভ্যান ঘুরে বেড়াবে তিলোত্তমায়। কোনো জায়গা থেকে গণ্ডগোলের খবর এলেই তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাবে পুলিশ। শতাধিক স্থানে থাকছে পুলিশ পিকেট।

# বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ মার্চ—** বিধানসভা ভোটের আগে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বড়োসড়ো ভাঙন দেখা গেল শাসক বিরোধী বিজেপি শিবিরে। বৃহস্পতিবার মেমারির তৃণমূল বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য এর হাত ধরে প্রায় এক হাজার জন বিজেপি কর্মী, নেতা ও সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তার মধ্যে ছিলেন বিজেপির অন্যতম লড়াকু নেতা মীর আকবর আলি, সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতি ফুলটুসি হেমব্রম। এদিন মাহে রমজান উপলক্ষে তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ওই মঞ্চ থেকেই ৫০ অসহায় গরিব মানুষের হাতে ইফতারের খাবার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

*আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির বিক্ষোভ।*

# নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিরাজুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বললো কলকাতা হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে উঠে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা। নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে আগেই আদালতের নির্দেশে চাকরি খুইয়েছিলেন তৃণমূলের শিক্ষক নেতা সিরাজুল ইসলাম। এহেন অভিযুক্তকেই জেলা শিক্ষা দফতরের বিশেষ পদে কীভাবে নিয়োগ করা হল? তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। 'অবিলম্বে তৃণমূলের অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত'। এদিন এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। আদালত সূত্রে জানা গেছে, '২০১১ সালে সেকেন্ডারি এডুকেশনের নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ায় সিরাজুল ইসলামের। সেই সময় কলকাতা হাইকোর্ট একটি কমিটি তৈরি করে দিয়েছিল। এবং সেই কমিটি জানায়, 'সিরাজুল ইসলাম ওই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং দুর্নীতি করেই তিনি চাকরি পেয়েছেন'। এর পরই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তার চাকরি বাতিল করা হয়। অভিযোগ, হাওড়ার প্রভাবশালী এই নেতাকে এরপর বিশেষ পদে বসিয়েছিল রাজ্য। অভিযোগ, শিক্ষা দফতরের বিশেষ পদে বসেও বিস্তর দুর্নীতি করেন সিরাজুল। এ নিয়ে রাজ্যের উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়। ওই মামলার সূত্র ধরেই এবার অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ। একই সঙ্গে দুর্নীতির দায়ে চাকরি খোওয়ানো একজন নেতা কীভাবে সরকারের বিশেষ পদে নিযুক্ত হলেন? সেই প্রশ্নও তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

# শতাব্দী প্রাচীন সতীমায়ের দোল মেলাকে ঘিরে উন্মাদনা কল্যাণীতে

অভিষেক আচার্য

**নদিয়া, ১৩ মার্চ—** শতাব্দী প্রাচীন সতীমায়ের দোল মেলাকে ঘিরে উদ্মাদনা নদিয়ার কল্যাণীতে। লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামল ঘোষপাড়ায়। আকাশে-বাতাসে উড়ছে রং। আবিরে মাখামাখি ছোট থেকে বড়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে চলছে দোল উৎসব উদযাপন। চিরাচরিত প্রথা মেনে এবারও দোল পূর্ণিমার দিন নদিয়াতে সতী মায়ের পুজো হচ্ছে। আর শতাব্দী প্রাচীন দোলযাত্রার এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে নজর কাড়ে সতী মায়ের দোলমেলা। বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ মেলায় আসেন। ভক্তদের দাবি, গঙ্গাসাগর মেলা, জয়দেবের মেলার থেকে কোনও অংশে কম ভিড় হয় না এই সতী মায়ের মেলায়।

নদিয়ার কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় বিখ্যাত সতী মায়ের মন্দির। সতী মা বৈষ্ণবদের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানবী দেবী বলে পরিচিত। দোল পূর্ণিমার দিন মায়ের পুজোকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্তদের ভিড়। লাইনে দাঁড়িয়ে মায়ের পুজো দেন। অনেকে আবার দড়ি কাটেন।পুকুরে ডুবও দেন ভক্তরা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, পুকুরে স্নান করে ডালিম গাছে ঢিল বাঁধলে মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। আর পুজো উপলক্ষে এবছরও বিরাট মেলা বসেছে। একসময় প্রায় ৬০০ বিঘা জমিতে সতীমায়ের মেলা বসত। বর্তমানে ৩০ একর এলাকায় মেলা বসে। মেলা পরিচালনা করে কল্যাণী পুরসভা। জিলিপি, নানান ধরনের বাড়ি সাজানোর জিনিস, ঠাকুরের ছবি ও মূর্তির দোকান স্টল জুড়ে।

কল্যাণী পৌরসভার কাউন্সিলর দেবাশিষ হালদার জানান, বহু মানুষের সমাগম হয় এই সতীমায়ের মেলায়। তাই তাদের আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ার যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা খেয়াল রাখার চেষ্টা করে পুরসভা। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকে প্রচুর পুলিশকর্মী।

জানা গিয়েছে, প্রায় ৬০০টি স্টল বসে এই মেলায়। সস্তী মা ও মেলাকে কেন্দ্র করে এক ইতিহাস রয়েছে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন নদিয়ার ঘোষপাড়ার আউলচাঁদ। ভক্তরা তাঁকে গোরাচাঁদ নামে ডাকতেন। এমনকী, শ্রীচৈতন্যের অবতার হিসেবে মানতেন। এই ঘোষপাড়ারই বাসিন্দা ছিলেন রামশরণ পাল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল সরস্বতী। কথিত আছে মরণাপন্ন সরস্বতীর সারা গায়ে পুকুর থেকে মাটি এনে লেপে দিয়েছিলেন আউলচাঁদ। তাতেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন সরস্বতী। পরবর্তীকালে বাড়ির ডালিম গাছের নীচে দীর্ঘ সাধনার পর তিনিই হয়ে ওঠেন সতী মা। আউলচাঁদের পর সতী মা হয়ে ওঠেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান। কথিত আছে, তিনি যে ডালিম গাছের নীচে বসে সাধনা করেছিলেন, সেই ডালিম গাছে ঢিল বাঁধলেই ভক্তদের ইচ্ছাপূরণ হয়। ঘোষপাড়ায় তাঁর নামাঙ্কিত মন্দির চত্বর এবং সমাধিক্ষেত্রে ভক্তরা গিয়ে পুজো দেন। পুজোর ডালিও মন্দির চত্বরেই একাধিক ব্যক্তি বিক্রি করেন। ডালিতে ঢিলের ছায়গায় দেওয়া থাকে সুতো বাঁধা মাটির ঘোড়া। মন্দিরের কাছেই রয়েছে পুকুর। সেই পুকুরে স্নান করে ভক্তদের মন্দিরে পৌঁছে ডালিম গাছে ঢিল বেঁধে দিতে হয়। তাতেই পূরণ হয় মনস্কামনা। আর, মনস্কামনা পূরণ হলে এসে ডালিম গাছ থেকে ঢিল খুলে ফেলতে হয়। এটাই সতী মায়ের মন্দিরের নিয়ম।

সতীমায়ের সপ্তম পুরুষ সঞ্জয় পাল দেবমহন্ত বলেন, আসলে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। সতীমায়ের ভক্তরা বিশ্বাস করেন, হিমসাগরে ডুব দিলে মুক্ত ও বধিরের মুখেও বোল ফোটে। ডালিম গাছের গোড়ার মাটি সর্ব রোগহরা। এই বিশ্বাস নিয়েই চারশো বছর ধরে মানুষ আসেন সতীমায়ের পুজো দিতে।

দোল পূর্ণিমার আগের রাত থেকে বসে বাউলের আখড়া। রাজ্যের নামী বাউল শিল্পীরাও নানা সময়ে গান শোনান সতীমায়ের মেলায় আসা দর্শনার্থীদের।

# দিনপঞ্জিকা

**বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা**
৩০ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৪ মার্চ, শুক্রবার
২০২৫। তিথি—(ফাল্গুন শুক্লপক্ষ) পূর্ণিমা দং ১৬।২৮ দিবা ঘ ১২।২৫। নক্ষত্র—পূর্বফল্গুনী দং ১।১৫ দিবা ঘ ৬।২০। অমৃতযোগ—প্রাতঃ ঘ ৬।৪ গতে ৯।২১ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৭।৩৬ মধ্যে পুনঃ ১০।২৮ গতে ১২।৩৮ মধ্যে। বারবেলা—ঘ ৯।৫৪ গতে ১।১৩ মধ্যে।

**মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা**
২৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৪ মার্চ, শুক্রবার ২০২৫। তিথি—পূর্ণিমা দিবা ১১।৩৫। নক্ষত্র—পূর্বফল্গুনী প্রাতঃ ৫।৫৭। অমৃতযোগ—দিবা ৬।৪২ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১০।৩৪ গতে ১২।৪০ মধ্যে। বারবেলা— ৯।৫৫ গতে ১।১৪ মধ্যে।

**ইসলামি পঞ্জিকা**
২৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৪ মার্চ, শুক্রবার ২০২৫। সূর্য উঃ ৫।৫২, অঃ ৫।৪১। তিথি—পূর্ণিমা দিবা ১১।৩৫। নক্ষত্র—পূর্বফল্গুনী প্রাতঃ ৫।৫৭। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪।২৭ ফজর শেষ ৫।৪৭ জোহর ১১।৪৬ আসর ৪।৫ ইফতার/মাগরিব ৫।৫০ এশা ৬।৫৯।

# বাইক আরোহীর মৃত্যুতে অবরোধ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ মার্চ—** এক বাইক আরোহীর মৃত্যুতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার ঝাড়ুলে। বুধবার রাতে ওই এলাকায় অজানা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় সেন নজর আলী নামে ওই ব্যক্তির। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তি ঝাড়ুল বাজারে কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ে বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা বলগোনা- গুসকরা রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। ফলে রাতেই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় রাজ্য সড়কে। স্থানীয়দের দাবি অবিলম্বে ওই রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের ব্যাবস্থা আরও জোরদার করা হোক। বেপরোয়া গতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার দাবিও জানানো হয়। পুলিশ এসে এলাকার লোকজনকে বুঝিয়ে অবরোধ তুলে রাস্তা যানজট মুক্ত করে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

পাবলিক নোটিস

অরোরা ম্যাথে লিমিটেড
(CIN: U51909WB1964PLC026033)
রেজিস্টার্ড অফিস: ১ ফ্লাট না ৪০৫, এম তল, ৩৭এ, বেণিক স্ট্রিট, বেণিক মেন্সন, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো করানো হচ্ছে যে অরোরা ম্যাথে লিমিটেড (U51909WB1964PLC026033)-এর রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরিত হয়েছে
পুরোনো ঠিকানা
১৬৯, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০৪০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
নতুন ঠিকানা
১ ফ্লাট নং ৪০৫, এম তল, ৩৭এ, বেণিক স্ট্রিট, বেণিক মেন্সন, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ
স্থানান্তরিত হয়েছে, যা ১লা জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত পরিবর্তন মতো কাজে অনুগ্রহ করতে জানানো হচ্ছে।
স্থা/-
(সুরজ প্রকাশ আরোরা)
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.০৩.২৫ DIN : 01175607

পাবলিক নোটিস

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, অশোক কুমার সিনহা মহাশয়ের একটি বিক্রয় দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর., ডায়মন্ড-এ রেজিস্ট্রিকৃত, যাহার বুক নং ১, জ্ঞা না ৮৬, পৃষ্ঠা ৬০৩ থেকে ৩১৪, দলিল না ৩৭১৬/১৯৯৮ এবং বিশ্বনাথ কুন্ডু ও অমিত কুন্ডু মহাশয়ের অনুকূলে একটি বিক্রয় দলিল যাহা এ আর এ-২, কলকাতায় রেজিস্ট্রিকৃত, যাহার বুক নং ১, জ্ঞা না ১০৯, পৃষ্ঠা ২৩৭ থেকে ২৪১, দলিল না ৫৪৮০/২০১৩ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা — বাগুইহাটি শাখা হইতে হারাইয়া গিয়াছে। হারাইবার ঘটনার কথা জানাইয়া ২১.০২.২০২৫ তারিখে বাগুইহাটি থানাতে জি.ডি.ই. নং ১৯৫০, লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উক্ত দলিলগুলির কোন সন্ধান থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত ব্যাঙ্